রেজিস্টার্ডনংডিএ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্তসংখ্যা

কর্তৃপক্ষকর্তৃকপ্রকাশিত

বার---------মাস--------দিন.....খ্রিঃ

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
প্রজ্ঞাপন
তারিখঃ দিন---মাস...খ্রিঃ

এস, আর, ও,নং . . . -আইন/২০২০।- নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৩ নং আইন) এর ধারা ৮৭ ও ৪৩ এর সহিত পঠিতব্য এবং উক্ত ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল,যথাঃ-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই প্রবিধানমালা নিরাপদ খাদ্য (খাদ্য প্রত্যাহার) প্রবিধানমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) আমদানি ও বিক্রয়সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডসহ খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রস্তুতকরণ, মোড়কীকরণ, পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বিতরণ, প্রদর্শন ও বিপণন এর সকল পর্যায়কে পরিব্যাপ্ত করিয়া এই প্রবিধানমালা প্রয়োগ করা হইবে।

(৩) এই প্রবিধানমালা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।–(১) আইন এ উল্লিখিত সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এই প্রবিধানমালায় অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইবে এবং বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই প্রবিধানমালায়-

(ক)**"আইন"**অর্থ নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ৪৩ নং আইন) কে বুঝাইবে এবং নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কিত সকল প্রবিধানমালা উক্ত আইনের প্রয়োগকে সঞ্চারিত করিবার জন্য বিশদভাবে প্রবর্তিত হইবে;

(খ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে;

(গ) **"প্রত্যাহার (Recall and Withdrawal)" অর্থ** ভোক্তার নিকট পৌছাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে অথবা ভোক্তার নিকট ইতোমধ্যেই পৌঁছাইয়াছে এমন কোন অনিরাপদ, সংশোধনযোগ্য বা আইন ও প্রবিধানমালা লঙ্ঘনের আওতায় রহিয়াছে এমন খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ বাজার, সংরক্ষণাগার, সরবরাহশৃঙ্খল এবং ভোক্তাবৃন্দের নিকট হইতে অপসারণ করা;

(ঘ) **"খাদ্যব্যবসায় বা খাদ্যশিল্প কর্তৃক প্রত্যাহার (Industry Recall)"** অর্থ কোন অনিরাপদ বা সংশোধনযোগ্য খাদ্য পুনরায় উৎপাদন, বিক্রয় বা ব্যবহার হইতে বিরত থাকা অথবা বিপণনকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ বাজার, সংরক্ষণাগার, সরবরাহশৃঙ্খল বা ভোক্তাবৃন্দের নিকট হইতে উক্ত খাদ্যব্যবসায় বা খাদ্যশিল্প কর্তৃক প্রত্যাহার বুঝাইবে;

(ঙ) **"কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহার"(Authority Implemented Recall)''** অর্থ কোন খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প কর্তৃক অনিরাপদ, সংশোধনযোগ্য বা আইন ও প্রবিধানমালা লঙ্ঘনের আওতায় রহিয়াছে এমন খাদ্য প্রত্যাহারে অনিচ্ছুক, অপারগ হইলে বা বিলম্ব করিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনের ধারা ৪৩(২) মোতাবেক প্রত্যাহার;

(চ) **"মজুদ পুনরুদ্ধার (Stock Recovery)''** অর্থ খাদ্যশিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কোন খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের প্রত্যাশিত মান বা নিরাপদতা প্রতিপালিত না হইলে সংশ্লিষ্ট খাদ্যশিল্পের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে উক্ত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যটির সংশোধন, অপসারণ অথবা মান প্রতিপালন করা;

(ছ) **"নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা"** অর্থ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৮ অনুযায়ী নিয়োগকৃত কর্মকর্তা;

(জ)"**প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায় বা খাদ্যশিল্প (Recalling Food Busniess or Food Industry)''** অর্থ প্রত্যাহার কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী খাদ্যব্যবসায় বা খাদ্যশিল্পকে বুঝাইবে;

(ঝ) **"প্রত্যক্ষ সংযোগ (Direct Account)"** অর্থ কোন খাদ্যব্যবসায় বা খাদ্যশিল্পের সরবরাহশৃঙ্খলের বন্টনকারী/পরিবেশক যাহার সহিত পরবর্তী বন্টনকারী/পরিবেশকের সরাসরি যোগাযোগ থাকিবে;

(ঞ) **"খাদ্য সরবরাহশৃঙ্খল"** অর্থ প্রক্রিয়াকরণ বা আমদানীপরবর্তী খাদ্যদ্রব্য ভোক্তার নিকট পৌঁছাইবার জন্য পরিবহন, গুদামজাতকরণ, পরিবেশক/বন্টনকারীর নিকট প্রেরণ, পাইকারী বিক্রয় ও খুচরা বিক্রয় ইত্যাদি ধাপ বা স্তরের সমষ্টি;

(ট) **"প্রত্যাহারকৃত খাদ্য"** অর্থ খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহার ঘোষিত অনিরাপদ, সংশোধনযোগ্য বা আইন ও প্রবিধানমালা লঙ্ঘনের আওতায় রহিয়াছে এমন খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণকে বুঝাইবে। প্রত্যাহারকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণের ব্যাচ নম্বর, লট নম্বর, বারকোড/কিউআরকোড, উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ ও ব্র্যান্ড ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট হইবে।

(২) এমন কোন শব্দ বা অভিব্যক্তি যাহার সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা এ প্রবিধানমালাতে উল্লেখ নাই, সেই ক্ষেত্রে নিরাপদ খাদ্য আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইবে।

৩। **উদ্দেশ্য।-** এ বিধিমালার উদ্দেশ্য হইল, বাংলাদেশে খাদ্য বা খাদ্যদ্রব্যের প্রত্যাহারের দিক নির্দেশনা ও পরিচালনা সংক্রান্ত সংজ্ঞা, বাধ্যবাধকতা, নীতি ও কার্যপ্রণালী সরবরাহ করা।

৪। **অন্যান্য আইনের অতিরিক্ততা।-** এই প্রবিধানমালার বিধানাবলি খাদ্য প্রত্যাহার বিষয়ে আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইন, বিধিমালা ও প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধানাবলির অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
খাদ্য প্রত্যাহার

৫। **খাদ্য প্রত্যাহারের সাধারণ শর্তাবলি।**— (১) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সাধারণ শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) খাদ্যের প্রত্যাশিত মান বা নিরাপদতা বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রতিপালিত না হওয়ার বিষয়ে খাদ্যব্যবসায় সতর্কবার্তা অথবা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা পৌঁছানোর সাথে সাথে প্রত্যাহার কার্যক্রম শুরু করিতে হইবে;

(খ) সন্দেহজনক বা জ্ঞাত ত্রুটিযুক্ত বা অনিরাপদ খাদ্য অপসারণ অথবা খাদ্যের প্রত্যাশিত মান পুনরুদ্ধারের জন্য খাদ্যব্যবসায় বা খাদ্যশিল্প কর্তৃক খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার করিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচ্য, যথা:-

(১) কোনও বিষাক্ত বা বিপজ্জনক বা অননুমোদিত বা মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা কোন ভৌত পদার্থের উপস্থিতি যাহা স্বাস্থ্যঝুঁকি বা মৃত্যুর কারণ হইতে পারে;

(২) খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান বা অঘোষিত, অননুমোদিত বা মাত্রাতিরিক্ত উপাদান ব্যবহার যাহার ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরী হইতে পারে;

(৩) কারিগরি বা প্রক্রিয়া বিচ্যুতির ফলাফল যা খাদ্যের অনিরাপদতা তৈরী করে বা বিপদের কারণ হইতে পারে বা স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরী করে;

(৪) খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের বিষয়ে অভিযোগ বা কোনও নির্দিষ্ট খাদ্য গ্রহণ বা ব্যবহারের কারণে অসুস্থতা বা স্বাস্থ্যঝুঁকির অন্যান্য অভিযোগ ইত্যাদি।

(২) খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রত্যাহারের শ্রেণিবিন্যাস।—খাদ্যবাহিত বিপত্তির সংস্পর্শে আসিলে কি ধরনের পরিণতি ঘটিতে পারে শ্রেণিবিন্যাসটি সে বিষয়ে ধারণা প্রদান করিবে। যেই নিয়ামকের উপর ভিত্তি করিয়া শ্রেণিবিন্যাস করা হইয়াছে সেইগুলি হইল খাদ্যদ্রব্যটির জন্য কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠী কর্তৃক (যেমন: শিশু, বয়স্ক বা সাধারণ জনগণ) খাদ্যটি গ্রহণ করিবার ফলে কোন অসুস্থতা সৃষ্টি হইয়াছে কিনা বা উক্ত খাদ্য কোন আইন বা প্রবিধান লঙ্ঘনের আওতায় রহিয়াছে কি-না, যথা:

(ক) খাদ্য শ্রেণি-১ এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে একটি খাদ্যের সংস্পর্শে আসিলে বা গ্রহণের ফলে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি বা মৃত্যুর কারণ হইতে পারে;

(খ) খাদ্য শ্রেণি-২ এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে কোনও খাদ্যের সংস্পর্শে আসিলে বা গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্যের অস্থায়ী বিরূপ পরিণতি ঘটিতে পারে বা স্বাস্থ্যের গুরুতর পরিণতি ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই কম;

(গ) খাদ্য শ্রেণি-৩ এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে কোনও খাদ্যের সংস্পর্শে আসিলে বা গ্রহণ করিবার ফলে স্বাস্থ্যের কোন বিরূপ পরিণতি ঘটাইতে পারিবে না; তবে খাদ্যটি কোন আইন বা প্রবিধানমালা লংঘনের আওতায় রহিয়াছে;

(ঘ) খাদ্য প্রত্যাহারের উক্ত শ্রেণিবিন্যাস প্রত্যাহারকৃত খাদ্য বা খাদ্যোপকরণের বিতরণ ব্যবস্থার নিম্নোক্ত স্তরসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে।, যথাঃ-

(১) প্রস্তুতকারক/ আমদানিকারক;

(২) বিতরণকারী/সরবরাহকারী;

(৩) পাইকারী বিক্রেতা;

(৪) খুচরা বিক্রেতা যেমন: হোটেল, রেস্তোরাঁ, ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং

(৫) ভোক্তা।

(৩) খাদ্য প্রত্যাহার পরিকল্পনা।— খাদ্যব্যবসায় বা খাদ্যশিল্প কর্তৃক খাদ্য প্রত্যাহার পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে:

(ক) খাদ্য প্রত্যাহার দ্রুত এবং কার্যকর করিবার নিমিত্ত খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প একটি বিস্তারিত লিখিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিতে হইবে । পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকিবে যথা:

(১) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের সরবরাহশৃঙ্খলের সকল প্রত্যক্ষ সংযোগ/পরিবেশক ও বিতরণ ধাপসমূহ চিহ্নিত ও অবহিতকরণ;

(২) সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ;
(৩) একটি দ্রুত ও কার্যকর প্রত্যাহার নিশ্চিতকল্পে স্বাভাবিককর্মকালে এবং এর বাহিরেও যে কোন সময় খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ার নির্দেশনা;
(৪) খাদ্যদ্রব্য প্রত্যাহার অবহিত করিবার কৌশল এবং ব্যাপ্তি নির্ধারণ;
(৫) প্রত্যাহারকৃত খাদ্য পরিবহন, বিতরণ, ফেরত আসা/অপসারিত খাদ্য মজুদ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ;
(৬) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যদ্রব্য নিষ্পত্তিকরণের উপায় নির্ধারণ।

(খ) প্রত্যাহারের অগ্রগতি এবং কার্যকারিতা মূল্যায়নের উপায় প্রত্যাহারের পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকিবে। খাদ্য ব্যবসায়/খাদ্যশিল্প প্রত্যাহার কার্যকরের সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করিবে ও দূষণ/অনিরাপদতার উৎস সনাক্ত করণের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে এবং প্রত্যাহার অগ্রগতি ও মূল্যায়ন রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে।

(৪) খাদ্য প্রত্যাহারের তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা (Food Recal Communication)।–

(ক) খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প খাদ্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগ সম্পন্নকরণের নিমিত্ত কার্যকরি কৌশল প্রণয়ন করিবে এবং প্রত্যাহারের বিষয়টি নিজ দায়িত্বে সংশ্লিষ্ট খাদ্য ব্যবসায়/খাদ্যশিল্পের সকল শাখাকে এবং সরকারকে অতিদ্রুত অবহিত করিবে। খাদ্য প্রত্যাহারের তথ্য আদান-প্রদান, যোগাযোগের মাধ্যম ও উপকরণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ নির্দেশিত/ চিহ্নিত থাকিবে, যথা:-

(১) প্রত্যাহারকৃত খাদ্য (বিবরণসহ);
(২) প্রত্যাহারের কারণ যেমন উৎপাদিত/আমদানিকৃত খাদ্যের ঝুঁকি বা বিষাক্ত রাসায়নিক বা জীবাণু ইত্যাদির উপস্থিতি অথবা আইন বা প্রবিধানের লঙ্ঘন ইত্যাদি;
(৩) বিক্রয় বা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত এমন ঘোষিত প্রত্যাহারযোগ্য খাদ্য অপসারণ/ জব্দকরণ সম্পর্কিত তথ্যাদি;
(৪) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের সরবরাহকারী, মজুতকারী, পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা এবং ব্যবহারকারী/ গ্রহণকারীর করণীয়;
(৫) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের সংশোধন, সংরক্ষণ, অপসারণ বা ফেরত প্রদান, জব্দকরণ ও ধ্বংসকরণ ইত্যাদি তথ্য।

(খ) খাদ্য প্রত্যাহারের তথ্য আদান প্রদান ও যোগাযোগ সেই সকল উপায়ে সম্পন্ন করা যাইতে পারে, যথা:- দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে গণবিজ্ঞপ্তি, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ক্ষুদে বার্তা, টেলেক্স, টেলিগ্রাম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অন্যান্য ইলেট্রনিক মাধ্যম, বিশেষ বাহক মারফত বা অন্যকোন গ্রহণযোগ্য উপায়ে তথ্য আদান প্রদান ইত্যাদি;

(গ) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প প্রত্যাহার সংক্রান্ত নির্দেশনাবলি ও প্রয়োজনীয় তথ্য সকল শাখায় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাদ্যশিল্পের নির্দিষ্ট সরবরাহ, বিতরণ ও বিক্রয় স্থাপনাসমূহে জরুরী ভিত্তিতে প্রেরণ করিবে;

(ঘ) খাদ্য প্রত্যাহারের ঘোষণা ভোক্তা সাধারণকে অবহিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যাহারকারী খাদ্যশিল্প পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিবে এবং অন্য কোন যথাযথ উপায়ে ভোক্তা তথা ব্যবহারকারীদের অবহিত করিবে। খাদ্যশিল্পসমূহ গণবিজ্ঞপ্তিতে প্রত্যাহারকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্য ব্যবহার করিলে ব্যবহারকারীর কি কি ক্ষতি হইতে পারে এবং ক্ষতি প্রতিকারের উপায়সমূহ বিশদভাবে উল্লেখ করিবেন। এই সংবাদ প্রকাশের উদ্দেশ্য হইবে খাদ্য গ্রহণকারী বা ব্যবহারকারীদের গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি ও নিরাপদতা সম্পর্কে সচেতন করা;

(ঙ) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প প্রত্যাহারের বিষয়ে দ্রুত কর্তৃপক্ষ/ সরকারকে অবহিত করিবে । কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে (খাদ্য ব্যবসায়/খাদ্যশিল্প কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশে কালক্ষেপণ বা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অপর্যাপ্ত গণ্য হইলে) উহার পক্ষে প্রেসবিজ্ঞপ্তি বা গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবে।

৬। **প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্পের বাধ্যবাধকতা:** খাদ্য বা খাদ্যপণ্য প্রত্যাহারের বাধ্যবাধকতাসমূহ:-

(ক) খাদ্য প্রত্যাহারের সকল তথ্য ও দলিলাদি এবং প্রত্যাহারের কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও এ সংক্রান্ত রিপোর্ট সংরক্ষণকরণ;

(খ) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/ খাদ্যশিল্প প্রত্যাহারকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্য সঠিকভাবে চিহ্নিত করিয়া আলাদাভাবে সংরক্ষণ করিবে এবং প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের সংশোধন, অপসারণ, ধ্বংশ বা আইনগত বাঁধা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্ত খাদ্য পুনরায় উৎপাদন, সরবরাহ, বাজারজাত, বিক্রয় বা ব্যবহার না করিবার বিষয়টি নিশ্চিত করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
খাদ্য প্রত্যাহার বাস্তবায়ন পদ্ধতি

৭। **খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প কর্তৃক প্রত্যাহার।**— (১) খাদ্য প্রত্যাহারের প্রাথমিক কার্যক্রম যথা;

(ক) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প খাদ্য প্রত্যাহারের বিষয়ে লিখিতভাবে নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবে;

(খ) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানে বর্ণিত বিধিবিধান পালন করিবে এবং প্রত্যাহার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি লিখিতভাবে নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবে;

(গ) নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্পের সাথে প্রাথমিক যোগযোগ স্থাপন করিবেন এবং প্রত্যাহার কার্যক্রম শুরু হইলে প্রত্যাহারের কারণ, প্রত্যাহার কার্যসম্পাদন সময়সীমা এবং প্রত্যাহারের ব্যাপ্তিসহ প্রত্যাহার সংশ্লিষ্ট সার-সংক্ষেপ কর্তৃপক্ষের নিকট দ্রুত প্রেরণ করিবেন এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত/ নির্দেশাবলি প্রত্যাহাকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্পকে অবহিত করিবেন।

(২) **খাদ্য প্রত্যাহার বিজ্ঞপ্তি, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি যাচাইকরণ:** নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রত্যাহার বিজ্ঞপ্তি, পরিকল্পনা এবং প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্পের প্রত্যাহার সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি যাচাই করিবেন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন। প্রত্যাহার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রত্যাহারের তথ্যাদি (ডোসিয়ার) প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরণ করিতে পারিবেন। খাদ্য ব্যবসায়/খাদ্যশিল্পর প্রত্যাহার বিজ্ঞপ্তি, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ক) খাদ্য প্রত্যাহারের একটি বিজ্ঞপ্তি থাকিবে এবং প্রত্যাহার বিজ্ঞপ্তিতে যে সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে:-

(১) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্পর নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি;

(২) প্রত্যাহারকৃত খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের পূর্ণ বিবরণ (খাদ্যের নাম, ব্রান্ড, ব্যাচ নম্বর, লট নম্বর, প্রত্যাহারকতৃ খাদ্যের পরিমাণ/ সংখ্যা, প্যাকেট/বাক্সের কোড, উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের বা ব্যবহারের শেষ তারিখ এবং খাদ্যটি শনাক্তকরণে সক্ষম কোন কোড (বার কোড বা কিউআর কোড) বা প্রাসঙ্গিক বর্ণনামূলক তথ্য;
(৩) প্রত্যাহারের কারণ সংশ্লিষ্ট বিবরণ ও সম্ভাব্য ঝুঁকি ইত্যাদি;

(৪) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্পের যোগাযোগের তথ্য (খাদ্য সরবরাহকারী, মজুতকারী, পাইকারী বিক্রেতা ইত্যাদির সহিত যোগাযোগের জন্য টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদি);

(৫) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের সরবরাহ, বিতরণ বা ইতোমধ্যে অবশিষ্ট খাদ্য অপসারণ/ধ্বংস এবং ব্যবহার/গ্রহণ বন্ধ ও জব্দকরণের নির্দেশনা সম্বলিত তথ্যাদি।

(খ) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের মজুত ও সরবরাহশৃঙ্খলের সুনির্দিষ্ট ও সঠিক তালিকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প তাঁর উৎপাদিত/আমদানিকৃত খাদ্য সরবরাহশৃঙ্খলের সকল ধাপে/স্তরে যোগযোগ ও নজরদারির ব্যবস্থা করিবে এবং যেই সকল সরবরাহ স্থান (Distribution Point) হইতে প্রত্যাহারের তাৎক্ষণিক সাড়া (Response) পাওয়া যায় নাই সেই সকল স্থানে অবিলম্বে যোগযোগের মাধ্যমে প্রত্যাহার কার্যকর করিবে;

(গ) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প খাদ্য প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তিতে কোন অপ্রাসঙ্গিক তথ্য, বিবৃতি বা বিজ্ঞাপন অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে না;

(ঘ) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প খাদ্য প্রত্যাহারের নিয়মকানুন অনুসরণপূর্বক প্রত্যাহারকৃত খাদ্য সরবরাহশৃঙ্খল ও বাজার হইতে কার্যকরভাবে অপসারণ করিবে।

(৩) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের প্রাপক, প্রত্যক্ষ সংযোগ/পরিবেশকের তালিকা ও তথ্যাদি।

(ক) প্রত্যাহাকারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (২৪ ঘণ্টা, বিগত সপ্তাহ, বিগত মাস ইত্যাদি) সরবরাহশৃঙ্খলের যেই সকল স্থানে প্রত্যাহারকৃত খাদ্য প্রেরণ করিয়াছে তাহার একটি তালিকা প্রণয়ন করিবে এবং অবিলম্বে কর্তৃপক্ষ বরাবরে পেশ করিবে। তালিকায় নিম্নোক্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিবে যথা:-

(১) প্রাপকের নাম ও ঠিকানা এবং প্রাপক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা কোন ব্যক্তি বা প্রাপক কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তা, কর্মচারীর যোগযোগের তথ্য যেমন: নাম ও ঠিকানা, পদবি, টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল ইত্যাদি।

(খ) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের পরিমাণ এবং প্রত্যেক প্রাপক বা সরবরাহশৃঙ্খলের প্রত্যক্ষ সংযোগের নিকট সরবরাহের তারিখ, খাদ্য ফেরত পাঠানো/অপসারণের তারিখ, প্রাপ্তি স্বীকার পত্র ইত্যাদি পরবর্তী যাচাইয়ের প্রয়োজনে সংরক্ষণ করিবে;

(গ) যেখানে একটি খাদ্য বা খাদ্যপণ্যের সরবরাহ তালিকা সহজলভ্য নয়, বিশেষ করে ক্ষুদ্র খাদ্য ব্যবসায় এবং নিয়মিত দৈনিক কর্মকালের পরে যেইসকল প্রাপক খাদ্য বা খাদ্যপণ্য গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের নিকট প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের সরবরাহ তালিকা প্রেরণ করিবে।

(৪) **প্রত্যাহারের দলিলাদি ও প্রমাণক:** -(১) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প প্রত্যাহারের সকল দলিল, প্রমাণক ও তথ্যাদি (সফটকপিসহ) সংরক্ষণকরতঃ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ যাচাই করিবে যথা:-

(ক) প্রত্যাহারকতৃ খাদ্যের প্রকৃত পরিমাণ/সংখ্যা ইত্যাদি;

(খ) সরবরাহশৃঙ্খলের প্রত্যক্ষ সংযোগ/পরিবেশক এবং পরবর্তী সংযোগ/পরিবেশক কর্তৃক খাদ্য প্রত্যাহারের তালিকা, ফেরত বা অপসারণকৃত খাদ্যের পরিমাণ, প্রেরণের সময় ও তারিখ এবং সরবরাহ গ্রহণ/ফেরতের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র ইত্যাদি;

(গ) খাদ্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ ও যোগাযোগের তথ্যাদি, যোগাযোগের তারিখ, যোগাযোগের পদ্ধতি যেমন: টেলিফোন, ফ্যাক্স অথবা ই-মেইল ইত্যাদি;

(ঘ) প্রতিটি প্রত্যক্ষ সংযোগ/পরিবেশক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ যেমন বিক্রয় বন্ধ, প্রত্যাহারকৃত খাদ্য পৃথকীকরণ, অপসারণ, ফেরত প্রদান ইত্যাদি;

(২) প্রত্যাহারের দায়িত্বে নিয়োজিত নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রত্যাহার সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যবেক্ষণ করিবেন।

(৫) প্রত্যাহারের কার্যকারিতা যাচাইকরণ:-

(ক) কর্তৃপক্ষ বা সরকার কোনো খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্পের খাদ্য প্রত্যাহারের কার্যকারিতা যাচাই করিবেন। খাদ্য প্রত্যাহারের কার্যকারিতা যাচাই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয় যথা: (১) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্পের সরবরাহ তালিকা পর্যালোচনা করা; (২) প্রত্যাহারের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরেজমিনে খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প, প্রত্যক্ষ পরিবেশক বা সরবরাহশৃঙ্খলের অন্যান্য পরিবেশককে সরেজমিনে পরিদর্শন করিবেন এবং প্রত্যাহার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও দলিলাদি যাচাই ও মূল্যায়ন করিবেন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;

(খ) প্রত্যাহারকারী খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প খাদ্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে এই প্রবিধানে বর্ণিত বিধানাবলি যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন কিনা কর্তৃপক্ষ উহা যাচাই করিবেন এবং নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ করিবেন, যথা:-

(১) প্রত্যাহারকৃত খাদ্যের সংশোধন (পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ, পুনঃলেবেলিং ইত্যাদি) অথবা অপসারণ, ধ্বংস ইত্যাদি;

(২) খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া অথবা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি সংশোধন করা হইয়াছে কিনা তথা ভবিষ্যতে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য উৎপাদন না হওয়া নিশ্চিত করা;

(৩) প্রত্যাহারকরণ পদ্ধতি ও পরিকল্পনায় কোন সমস্যা বা অসংগতি থাকিলে উহা মূল্যায়ন করা ও প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা;

(গ) সরবরাহশৃঙ্খলের যেই সকল স্থানে বা প্রত্যক্ষ সংযোগ/পরিবেশকের যেই সকল এলাকা/স্থাপনায় প্রত্যাহার কার্যক্রম অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইয়াছে সেই সকল স্থানে কর্তৃপক্ষ পুনরায় প্রত্যাহারের নির্দেশনা প্রদান করিবেন;

(ঘ) প্রত্যাহারকরণ নোটিশ জারির পর যদি সংশ্লিষ্ট খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প, প্রত্যাহার বিলম্বিত করে বা প্রত্যাহারে ব্যর্থ হয় তবে কর্তৃপক্ষ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৬) কর্তৃপক্ষের সমন্বয় এবং তদারকি।-

(ক) খাদ্য প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প, সংস্থা, স্থানীয় সরকার, সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি এবং তাদের মন্ত্রণালয় সহিত সমন্বয় করিতে পারিবে;

(খ) খাদ্য প্রত্যাহারের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষের দপ্তর, ওয়েব সাইটে সংরক্ষিত থাকিবে যাহা চাহিবা মাত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হইবে;

(গ) খাদ্য প্রত্যাহার কার্যক্রম সম্পন্ন হইলে এবং প্রত্যাহারকৃত খাদ্য যথা নিয়মে সংশোধন বা অপসারণ বা ধ্বংস বা আইনগত বাধা নিষ্পত্তি হইলে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহারের কার্যকারিতা যাচাই করিয়া সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে প্রত্যাহাকারী ও কর্তৃপক্ষের যৌথ সম্মতিতে খাদ্য প্রত্যাহারের সমাপ্তি হইবে এবং খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প এবং কর্তৃপক্ষ উহা জনগণকে অবহিত করিবেন।

৪র্থ অধ্যায়
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাহার

৮। (ক) "আইন"- এর ধারা ৪৩ (২) অনুসরণে কর্তৃপক্ষ কোনো খাদ্য প্রত্যাহারের জন্য সংশ্লিষ্ট খাদ্যব্যবসায়/ খাদ্যশিল্প বা ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং প্রবিধানমালা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট খাদ্য বা খাদ্যপণ্য বা খাদ্যোপকরণ প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খাদ্য প্রত্যাহার বাস্তবায়নকালে খাদ্যব্যবসায়/খাদ্যশিল্প প্রত্যাহারের শর্তাবলি ও এই প্রবিধানমালায় বর্ণিত বিধানাবলি অনুসরণ করিবে;

(গ) কর্তৃপক্ষ খাদ্য প্রত্যাহার তদারকি করিবে এবং উহার কার্যকারিতা যাচাই করিবে এবং আইন ও বিধির ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫ম অধ্যায়
বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার

৯ | **বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার** ।- (১) এই প্রবিধানমালার কোনো বিধির ব্যত্যয় ঘটাইয়া লেবেলে বিভ্রান্তিকর, অসত্য বা মিথ্যা নির্ভরতামূলক তথ্য সন্নিবেশ করা যাইবে না এবং উক্ত তথ্য ব্যবহার করিয়া কোনো বিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞাপন প্রস্তুত, মুদ্রণ বা প্রচার করা যাইবে না।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান লংঘন করিলে উহা আইনের ধারা ৪৩ এর লংঘন বলিয়া গণ্য হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়
বিবিধ

১০। **অ-প্রযোজ্যতা**।- Pure Food Rules ১৯৬৭ এর যেই সকল বিধান এই প্রবিধানমালার বিধানের সহিত সম্পর্কিত তাহা এই প্রবিধানমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপ্রযোজ্য হইবে।

১১। **ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ।-** এই প্রবিধানমালা প্রবর্তণের পর কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই প্রবিধানমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে
মো: আব্দুল কাইউম সরকার
চেয়ারম্যান।